দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে রমরমা কোচিং সেন্টার

দোষী শিক্ষকদের তালিকা তৈরির উদ্যোগ, টিউশন ও কোচিং পুরোপুরি বন্ধের দাবি অভিভাবক মহলের

■ নিজামুল হক

প্রাইভেট টিউশনে জড়িত শিক্ষকদের তালিকা তৈরির খবরে ও দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযানের ভয়ে ভীত হয়ে প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করে দিয়েছেন শিক্ষকদের একটি অংশ। এ কারণে শিক্ষার্থীরা ছুটছে স্কুলের পাশ ঘিরে গড়ে ওঠা ব্যবসায়িক কোচিং সেন্টারগুলোতে, যার মান ও পাঠদানের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে আগে থেকেই।

প্রাইভেট টিউশনের লাগাম টেনে ধরতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা জারি করে। এতে তেমন সাড়া না পাওয়ায় এবার এসব কাজে জড়িত শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে তালিকা তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনেও প্রাইভেট টিউশনে জড়িত শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত ও বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে অতি দ্রুত এই আইন মন্ত্রিসভায় উঠবে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজধানীর আইডিয়াল স্কুলসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলে, শিক্ষকরা আর কোনো প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং সেন্টারে জড়াবেন না। এতেই কি প্রাইভেট টিউশন মুক্ত হবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা? পরিস্থিতি সে কথা বলছে না। গত দুই মাসে শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট টিউশন বন্ধের কারণে অনেক শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকেছে। শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, ক্লাসে পাঠদান যথেষ্ট নয়। এ কারণে তারা কোচিং সেন্টারে যাচ্ছে।

দেশের প্রতিটি জেলায় গড়ে উঠছে ব্যবসায়িক চিন্তাধারার কোচিং সেন্টার। এগুলোতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্র ও ব্যবসায়ীরা ক্লাস নেন। একাডেমিক কোচিং নামে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এখানে পাঠদান করা হয়, পড়ানো হয় স্কুলের বই, নোট গাইড। কোথাও কোথাও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসব কোচিং সেন্টারের শিক্ষক। যাদের কোনো একাডেমিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেই। মনে হয় এটি বোর্ড অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অথচ একটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই এদের এই শিক্ষা ব্যবসা।

শিক্ষকদের বক্তব্য, প্রাইভেট টিউশন, কোচিং বন্ধের পাশাপাশি যারা ব্যবসায়িকভাবে স্কুলের বাইরে একাডেমিক কোচিং পরিচালনা করছে সেগুলোও বন্ধ করতে হবে। যারা পাঠদানে জড়িত তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের যোগ্যতায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভুল শেখাচ্ছে এসব কোচিং সেন্টার।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, প্রাইভেট টিউশনে জড়িত ছিলাম। ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী আমার কাছে প্রাইভেট পড়ত। শিক্ষকদের তালিকা হচ্ছে জেনে এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছি। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এসে অনেক অনুরোধ করেছে। আমি আর প্রাইভেট টিউশন চালাতে রাজি হইনি। ওইসব শিক্ষার্থী এখন স্থানীয় কয়েকটি কোচিং সেন্টারে পড়ছে। তিনি এ জন্য কিছু অতি উৎসাহী অভিভাবককে দায়ী করেন।

আরিফুর নামে এক শিক্ষক জানিয়েছেন, কোচিং, প্রাইভেট এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এটি অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু সর্বস্তরে যে কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর বেলায় তা বলা হয়নি। আর যদি কোচিং-প্রাইভেট বন্ধ সর্বজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না হয় তবে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের ওপর এটি কোনো ধরনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, প্রশ্ন করেন তিনি।

দেখা গেছে, স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধের বিষয়ে কঠোর হওয়ায় সন্তুষ্ট কোচিং সেন্টারের মালিকরা। প্রতিদিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেটে কোচিং সেন্টারের প্রতিনিধিরা শিক্ষার্থীদের টানতে লিফলেট বিতরণ করছে।

আমেনা বেগম নামে এক অভিভাবক বলেন, স্কুলে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ৮০ থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থী থাকে। এতে পাঠদান ঠিকমতো হয় না। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হবে। শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু থাকতে হবে। তা না করলে প্রাইভেট টিউশন চর্চা বন্ধ হবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
ডায়েরি নং.........
তারিখ.........
ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর